Issue 18 – Feb 2025

THE MASTERMIND SECRETS

A Premium Business Newsletter by **Mark Anupom Mollick**

লিভারেজ



লিভারেজ: কীভাবে ন্যাভাল রাভিকান্ত সম্পদ, স্বাধীনতা আর শান্তির জীবন গড়েছেন



লিভারেজ: দ্যা হিডেন সুপারপাওয়ার

৭ টি পারসোনাল গ্রোথ লিভার যা আপনার জীবন বদলে দেবে

ইভেন্ট স্পটলাইট

Published by IDEAN CONSULTING

প্রিয় মাস্টারমাইন্ড,

দ্য মাস্টারমাইন্ড সিক্রেটস নিউজলেটারের ফেব্রুয়ারি ২০২৫ সংখ্যায় আপনাকে স্বাগতম!

ফ্রেব্রুয়ারী মাস আমাদের কাছে বিভিন্ন কারণে বিশেষ - তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে ভাষা আন্দোলন।

21 শে ফেব্রুয়ারীকে ঘিরে পুরো মাস জুড়ে চলে অমর একুশে বইমেলা। যেহেতু গত মাসে আমি আমার তৃতীয় বই 'দ্যা গ্রোথ কোড' বের করেছি, বুঝতেই পারছেন এই মাসটা আমার জন্য অত্যন্ত ব্যস্ততার একটা মাস।

দ্যা গ্রোথ কোড বইতে আমি প্রথমবারের মতো অত্যন্ত পাওয়ারফুল **Growth Lever** কনসেপ্টটা ইন্ট্রোডিউস করেছি।

আর সেখান থেকেই এবারের দ্যা মাষ্টারমাইন্ড সিক্রেটস সংখ্যার ফিচার টপিকের আইডিয়া এসেছে - 'লিভারেজ'।

লিভারেজ ব্যাপারটা এতটাই পাওয়ারফুল যে - আমি ঠিক করেছিলাম শুধু গ্রোথ লেভার না, লিভারেজ এর ব্যবহার আপনাকে আর গভীরভাবে শেখাতে চেষ্টা করবো।

আমরা সবাই পরিশ্রম করতে শিখি,

কিন্তু লিভারেজ নিতে শিখি না।

এজন্যই অনেক মানুষ জীবনে সারাজীবন কাজ করেও time freedom, financial freedom কিছুই পায় না।

আপনি লক্ষ্য করে দেখবেন, জীবনে আসল ব্রেকথ্রু আসে তখনই, যখন আপনি শুধু কাজ করেন না — বরং এমন কিছু তৈরি করেন, যেটা আপনার হয়ে কাজ করে।

এই সংখ্যায় আমি সেই অদৃশ্য লিভারেজগুলোর কথা বলবো — যেগুলো না থাকলে আপনি সারাজীবন কাজ করে যাবেন, অথচ সামনে এগোতে পারবেন না।

এই সংখ্যার শুরুতেই আমি আপনাকে নিয়ে যাবো দুনিয়ার অন্যতম সেরা বিজনেস থিঙ্কার Naval Ravikant-এর লিভারেজের দুনিয়ায়।

এরপর আমরা ঢুকবো আমার **Personal Growth Leverage Framework**-এ।

আমি আপনাকে দেখাবো ৯টি Life-Changing Leverage — যা আপনার ইনকাম বাড়াবে, ইমপ্যাক্ট বাড়াবে, ইনফ্লুয়েন্স বাড়াবে।

আমরা কথা বলবো —

- কীভাবে আপনি Personal Brand থেকে শুরু করে Content, Network, System leverage করবেন।
- কীভাবে আপনি Time leverage করবেন — যাতে আপনার টাইমও আপনার হয়ে কাজ করে।
- আর কীভাবে আপনি কম সময় দিয়ে অনেক বড় রেজাল্ট আনতে পারবেন।

এবারের নিউজলেটারটা শুধু পড়ার জন্য না - এই সংখ্যাটা আপনার ক্যারিয়ার আর লাইফের জন্য একটা **Strategic Reset**।

> **আমরা সবাই পরিশ্রম করতে শিখি,**
>
> **কিন্তু লিভারেজ নিতে শিখি না।**

আমি বারবার বলি — আমি এই নিউজলেটার লিখি Inspiration দেওয়ার জন্য না, আমি লিখি **Transformation** দেওয়ার জন্য।

এই সংখ্যাটি আপনার থট প্রসেস কে বদলে দেবে।

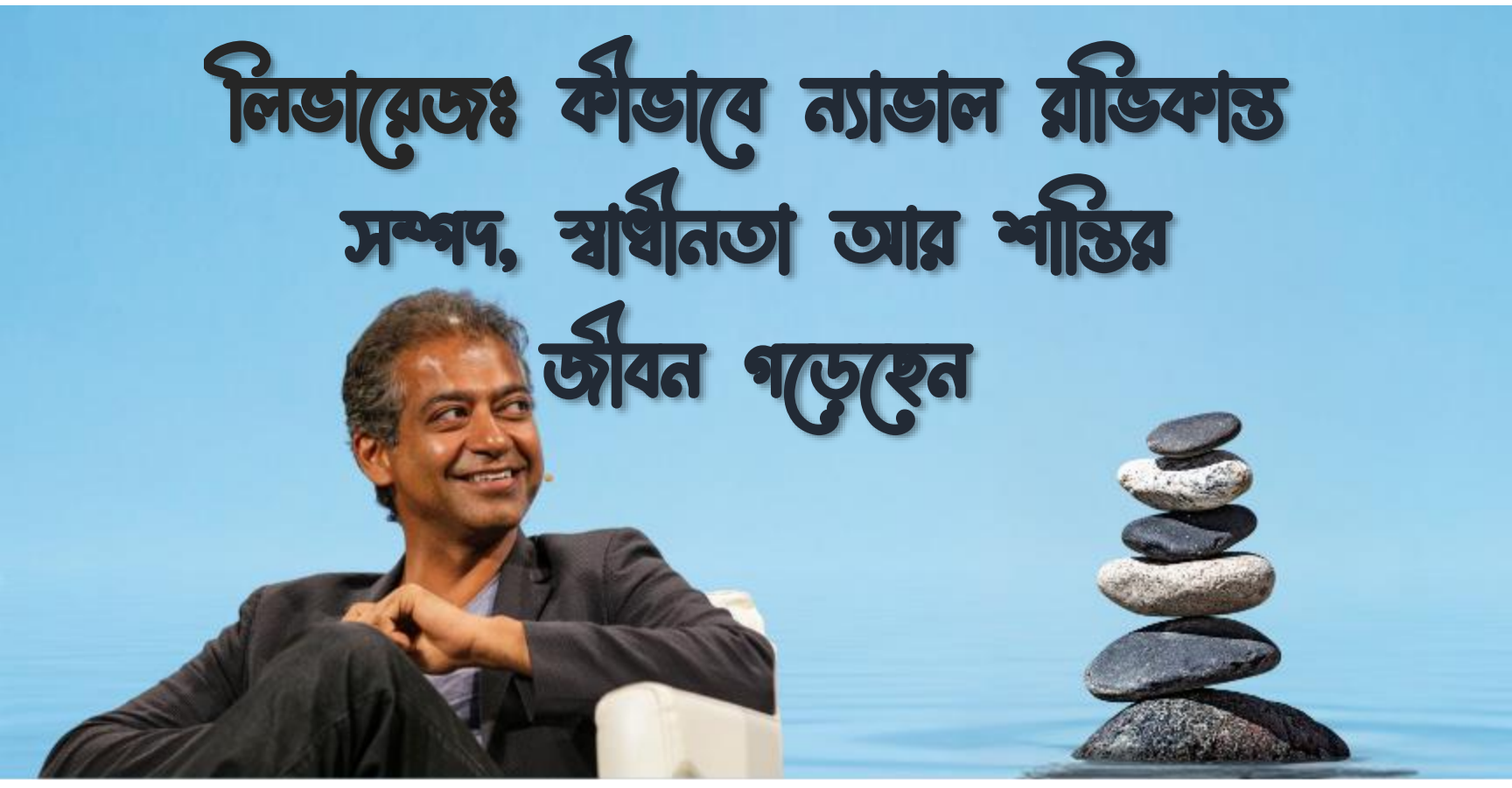
আমি চাই এই সংখ্যাটা আপনি পুরোটা মন দিয়ে পড়ুন।

আপনার Growth Journey নতুনভাবে শুরু হোক...



মার্ক অনুপম মল্লিক

01 Feb, 2025



ইন্ডিয়া থেকে নিউ ইয়র্কে তিনি পৌঁছেছিলেন মাত্র নয় বছর বয়সে, একজন ইমিগ্র্যান্ট হিসেবে।

কিছুদিন পরই তার বাবা পরিবার ছেড়ে চলে যান। মা একা গার্মেন্টসে কাপড় সেলাইয়ের কাজ করে কোনোরকমে সংসার চালাতেন।

তার না ছিল এলিট স্কুলে পড়াশোনার সুযোগ, না ছিল উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া অঢেল সম্পদ।

যখন অন্য বাচ্চারা বাইরে খেলত, তিনি তখন পাবলিক লাইব্রেরিতে একা বসে বই পড়তেন।

শব্দের সাথে তার বন্ধুত্ব ছিল নিঃশব্দ।

তিনি একটা প্রশ্ন নিজেকে বারবার করতেন— “কেন কিছু মানুষ সারাজীবন কাজ করেও আটকে থাকে?”

তিনি আর সবার মতো একই রেসে একই ভাবে দৌড়াতে চান নি।

তিনি চেয়েছিলেন—একদম নতুন একটা গেম তৈরি করতে।

এভাবেই একদিন তিনি হয়ে উঠলেন সিলিকন ভ্যালির অন্যতম ইনফ্লুয়েনশিয়াল প্ল্যাটফর্ম AngelList এর কো-ফাউন্ডার।

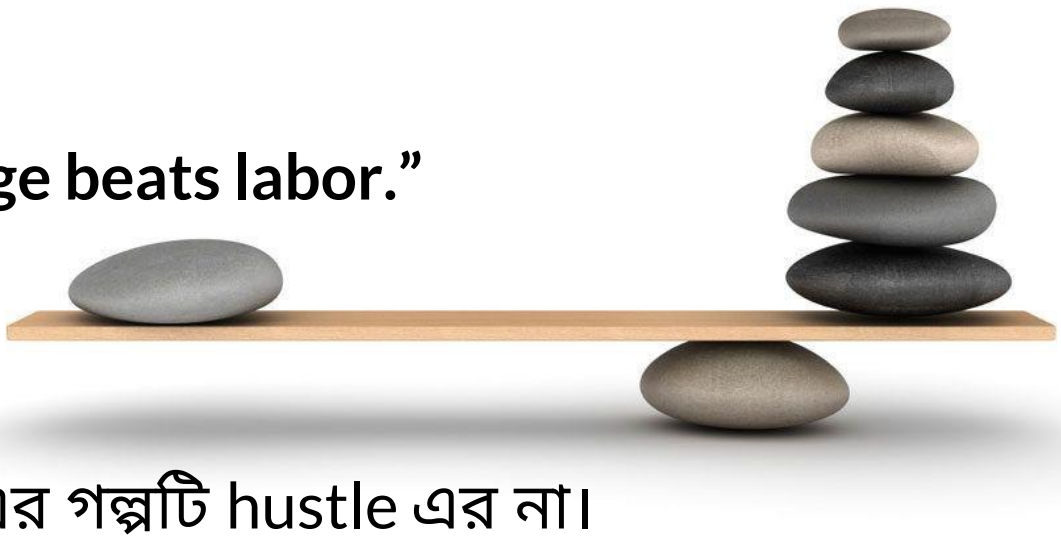
Uber, Twitter, Notion এর মতো কোম্পানির ইনভেস্টর।

তিনি পরিণত হলেন এক inspiring icon—ফাউন্ডার, ইনভেস্টর আর ক্রিয়েটরদের জন্য থট লিডার এবং ফিলোসফার।

তার নাম? Naval Ravikant।

যে আইডিয়াটা ন্যাভাল এর জীবন বদলে দিয়েছিল—আর আপনার লাইফেও পাল্টে দিতে পারে—সেটি কিন্তু একদম সিম্পল:

“Leverage beats labor.”



ন্যাভাল এর গল্পটি hustle এর না।

এই গল্প, একজন এমন মানুষের—

যিনি clarity কে chaos এর উপর বেছে নিয়েছেন, principles কে প্রেশারের উপর প্রাধান্য দিয়েছেন, আর leverage দিয়ে সময়কে হাইজ্যাক করেছেন।

আর এইসবের মাধ্যমে তিনি যা তৈরি করেছেন, তা অনেকের কাছেই কেবল স্বপ্ন: Wealth. Freedom. Peace.

লিনিয়ার লাইফ থেকে মুক্তির পথ

বেশিরভাগ মানুষ জীবনে একটা সরল পথ ধরে চলে—

যত কাজ করবে, তত ইনকাম করবে। কাজে আরও বেশি সময় দিলে, হয়তো আরও বেশি আয় হবে। কিন্তু যেই তুমি থেমে যাবে, ইনকামও থেমে যাবে।

Naval খুব অল্প বয়সেই বুঝে গিয়েছিলেন—এই সিস্টেমে একটা বড় ফাঁদ লুকিয়ে আছে।

আমরা এমন এক দুনিয়ায় বাস করি, যেখানে মানুষ আসল মূল্য দেয় কত ঘণ্টা কাজ করছো, সেটা দেখে।

আপনি কিভাবে চিন্তা করেন, আপনার নলেজ বা ইনসাইট কত গভীর, কোন আইডিয়াটা আপনার মাথা থেকে এসেছে সেগুলোর কোনো দাম নেই - যদি আপনি সেগুলো দিয়ে কিছু তৈরি (build) না করেন।

সিস্টেমটা রিওয়ার্ড দেয় output কে, insight কে না।

আপনি যতই ব্রিলিয়্যান্ট হন না কেন, আপনি যদি দিনে ১২ ঘণ্টা কাজ না করেন, কাজের রেজাল্ট না দেখান—এই দুনিয়া আপনাকে অলস ভাববে।

এই ফাঁদটা বুঝে ফেলে Naval ঠিক করলেন—তিনি আর effort বাড়াবেন না।

Naval খুব অল্প বয়সেই বুঝে গিয়েছিলেন—এই সিস্টেমে একটা বড় ফাঁদ লুকিয়ে আছে।

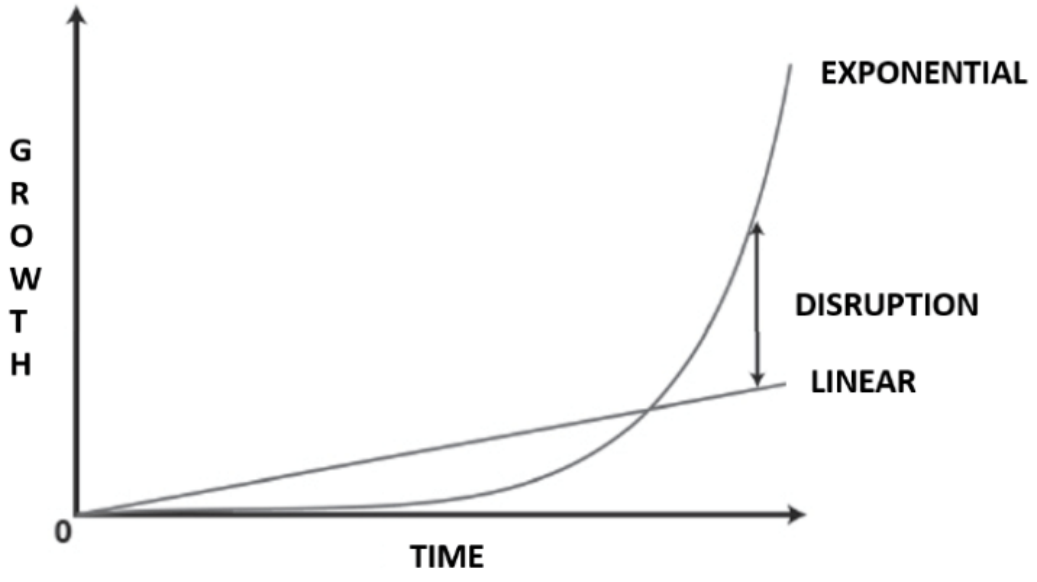
এই দুনিয়ায় আপনি কতটা চিন্তাশীল, কতটা ইনসাইটফুল, বা আপনার মাথায় কত অসাধারণ আইডিয়া আসে—এসবের মূল্য খুবই কম - যদি আপনি সেগুলো দিয়ে কিছু তৈরি (build) না করেন।

এই সিস্টেম মানুষকে রিওয়ার্ড দেয় **output** দেখে—*কে কত ঘণ্টা অফিস করেছে, কত প্রজেক্ট শেষ করেছে, কতটা visible কাজ করেছে*—সেটাই বিচার হয়।

Insightful thinking, deep understanding—এই জিনিসগুলোকে গুরুত্ব দেওয়া হয় না, যতক্ষণ না সেগুলো দিয়ে **tangible** কিছু তৈরি হচ্ছে।

আর এই কারণেই, Naval ঠিক করলেন—তিনি খেলার নিয়মটাই বদলে দেবেন।

তিনি শুধু পরিশ্রম করবেন না, তিনি leverage খুঁজবেন। তিনি এমন কিছু



বানাবেন—যা একবার তৈরি করলে সেটা সারাজীবন কাজ করবে।

যা তার সময়ের উপরে নির্ভর করবে না।

যা তাকে দেবে Wealth, without burning time.

তিনি বলতেন,

"You're not going to get rich renting out your time. You must own equity—a piece of a business—to gain your financial freedom."

এই মাইন্ডসেটটাই হয়ে দাঁড়ায় তার কম্পাস।

এটাই তাকে গাইড করে এমন এক লাইফ ডিজাইনের দিকে, যেখানে অর্থ, সময় আর মানসিক প্রশান্তি—তিনটা একসাথে চলে কনফ্লিক্ট ছাড়া।

Naval শুধুই ইনকামের জন্য কাজ করতেন না।

তিনি কাজ করতেন এমন কিছু তৈরি করতে, যা তার জন্য কাজ করবে, এমন সময়েও যখন তিনি কাজ করছেন না।

এটাই ছিল তার আসল গেমচেঞ্জার—তিনি চাইতেন এমন leverage তৈরি করতে, যেখানে মানুষ না হয়েও সিস্টেম চলতে থাকে, ইনকাম আসতে থাকে, আর সময় পাওয়া যায় নিজের terms এ।

নাভাল লিভারেজকে বলেন “force multiplier”—যেটা আপনাকে সময় না দিয়ে আয় করার পথ দেখায়।



তার মতে, আজকের দুনিয়ায় সবচেয়ে শক্তিশালী ৪টি leverage হলো:

১. Labor (মানুষের সময়) – পুরনো ধরনের লিভারেজ। আপনি অন্যকে হায়ার করেন, তারা আপনার জন্য কাজ করে। স্কেল আসে, কিন্তু ধীরে।

২. Capital (পুঁজি) – টাকা দিয়ে টাকা ইনভেস্ট করেন। ভালো সিদ্ধান্ত নিলে, ইনকাম আসে স্কেলে। তবে এর দরকার হয় access ও trust।

৩. Code (সফটওয়্যার) – একবার কোড লেখেন, লক্ষ মানুষ ব্যবহার করে। স্কেল হয় রেপিটেডলি, অথচ আপনাকে প্রতিবার কাজ করতে হয় না।



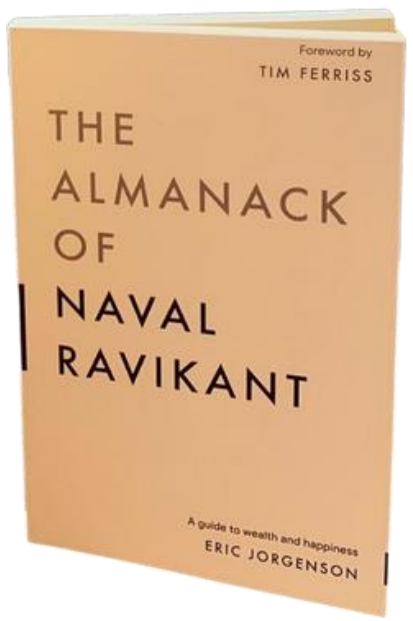
৪. Media (কনটেন্ট, ভিডিও, বই, টুইট, পডকাস্ট) – একবার কথা বলেন বা লেখেন, সেটা হাজার মানুষ পড়ে, শোনে, শেয়ার করে। এটা "permissionless leverage" — মানে, কাউকে জিজ্ঞাসা করতে হয় না।



নাভালের ভাষায়,

"Code and Media are the leverage of the future—permissionless, scalable, and available to everyone."

(মাষ্টারমাইন্ড টিপসঃ ন্যাভাল রাভিকান্ত এর ফিলসফি সম্পর্কে আরও শিখতে চাইলে 'The Almanac of Naval Ravikant' এই বইটি পড়তে পারেন। গুগলে সার্চ করলে ফ্রিতে এই ইবুকটি নামিয়ে নিতে পারবেন।)



আজকাল অনেকেই অনলাইন কোর্স করছে, মানি মেকিং শেখাচ্ছে—কিন্তু আসল সমস্যাটা কী জানেন?

তারা শিক্ষা দেয় **কী করতে হবে**, শেখায় না **কেন** এটা করতে হবে, আর **কোনটা** এখন করার সেরা leverage হবে।

আর এই কারণেই অনেক শিক্ষার্থী নিজের রাস্তাটা খুঁজে পায় না। শিখে, but stuck থাকে।

আমি যখন কয়েক বছর আগে ন্যাভালের Leverage এর ধারণা

নিয়ে স্টাডি করছিলাম, তখন সেগুলো আমার এক্সপেরিয়েন্স এর সাথে resonate করছিল। কিন্তু ন্যাভাল আমাকে একটা নতুন লেন্স দিয়েছে চিন্তা করার:

“Time দিয়ে ইনকাম না, System দিয়ে ইনকাম।”

এই ভাবনাগুলোই আমাকে ইন্সপায়ার করেছে *Growth Code* এর “Growth Levers” অধ্যায় লিখতে, আর সেই লেন্স থেকেই ডিজাইন করেছি আমার *GrowthX* এর মতো হাই ভ্যালু প্রোগ্রাম—যেখানে আমি শিখাই কিভাবে leverage কাজে লাগিয়ে অল্প সময়ে ম্যাসিভ গ্রোথ নিয়ে আসা যায়।

আর এখানেই আমার কোর্স, ট্রেইনিং, মেন্টরশিপ, এক্সিলারেটের প্রোগ্রামগুলো আলাদা—আমি শুধু শেখাই না, আমি একটা ফিলসফি ফলো করি। আমি একটা map দেই, একটা lens দেই, যার মাধ্যমে মানুষ নিজের leverage নিজেই চিনে ফেলতে পারে।

GROWTHX

Multiply. Accelerate. Dominate.

আমার high-value programs গুলো—GrowthX, iMarketing Accelerator, এমনকি আমার iMBA প্রোগাম—এগুলো আমি এমনভাবে ডিজাইন করেছি যেন একজন পার্টিসিপ্যান্ট নিজের leverage নিজেই বুঝে, স্ট্র্যাটেজি থেকে execution পর্যন্ত নিজের growth architecture তৈরি করতে পারে।

আমি শুধু inspiration এ বিশ্বাসী না, আমি একটা concrete leverage framework এ বিশ্বাসী। যেন স্টুডেন্ট আর ক্লায়েন্টরা কুইক এবং ম্যাসিভ রেজাল্ট পায়।

The Invisible Work That Builds Real Wealth

৩০-এর মাঝামাঝি বয়সেই Naval ফিনান্সিয়ালি সিকিউরড হয়েছিলেন।

কিন্তু সেই পর্যায়ে গিয়ে যেখানে অনেকেই নিজের এম্পায়ার এক্সপ্যান্ড করতে চায়—তিনি করলেন ঠিক উল্টোটা। তিনি ভাবতে শুরু করলেন, লিখতে শুরু করলেন, এবং শেয়ার করতে শুরু করলেন—সেই আইডিয়াগুলো, যেগুলো তিনি বছরের পর বছর ধরে সাইলেন্টলি ফলো করে আসছিলেন।

একটা সময় যখন সবাই attention এর জন্য চিৎকার করছে, ন্যাভাল এর শান্ত, ক্লিয়ার এবং minimalist কমিউনিকেশন একেবারে standout করলো।



তার লেখা টুইটস্টর্মগুলো হয়ে উঠলো নতুন প্রজন্মের

অ্যাফোরিজম (aphorisms)—ছোট ছোট লাইনে বলা গভীর সত্য।

তার পডকাস্ট এপিসোডগুলো—wealth, happiness, decision-making, suffering নিয়ে বলা কথা—আজকে অনেক ফাউন্ডার, ক্রিয়েটর আর lifelong learner দের জন্য একেকটা জীবনের গাইডলাইন।

The Power of Saying Less and Reaching More

২০১৮ সালে Naval একটা ছোট্ট টুইটার থ্রেড লিখলেনঃ **“How to Get Rich (without getting lucky)”**



কিভাবে ধনী হওয়া যায় সেটি নিয়ে কমেন্টে কিছু লাইন।

(আপনার সুবিধার্থে এই টুইটটির কমেন্ট থেকে ন্যাভাল এর ইনসাইটগুলো এক জায়গায় করে আমি নিউজলেটার এর শেষে দিলাম, যেন আপনি সময় নিয়ে পড়তে পারেন)

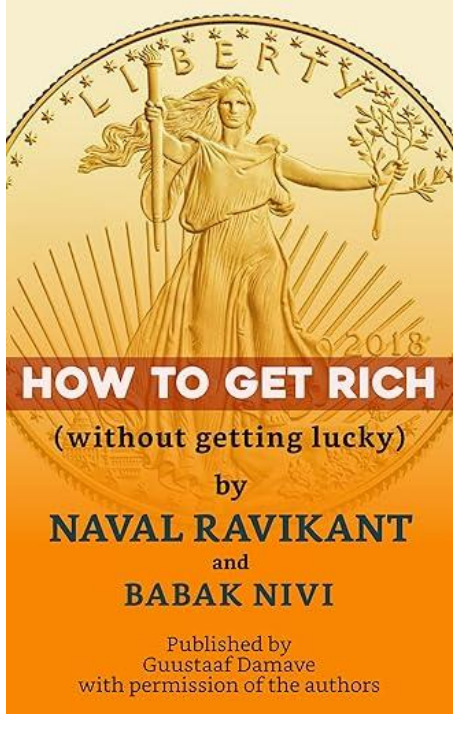
কিন্তু প্রতিটি লাইন ছিল razor-sharp clarity আর deep wisdom এ ভরপুর।

এই থ্রেডটা আগুনের মতো ছড়িয়ে পড়লো।

মিলিয়ন মিলিয়ন মানুষ সেটা পড়লো।

এরপর সেটা হলো একটা পডকাস্ট এপিসোড।

তারপর হয়ে গেল একটা বই।



আর এখন সেটা ডজনের বেশি ভাষায় অনূদিত।

এই ছিল Naval এর মিডিয়া লেভারেজ এর প্রথম বাস্তব প্রমাণ।

একটা মাত্র কনটেন্ট—যেটা ছিল হাই ইনসাইটফুল আর ক্লিয়ারলি ক্রাফটেড—মিলিয়ন মানুষের কাছে পৌঁছে গেলো।

এই পোস্টের সাথে কোন কোর্স ছিল না। না ছিল কোন ফানেল। না কোন পেইড অ্যাড।

শুধু ছিল—Insight. আর Distribution.

এই থ্রেড থেকেই তিনি হয়ে উঠলেন এক গ্লোবাল থিঙ্কার।

শুধু একজন স্টার্টআপ ফাউন্ডার না—
বরং একজন ফিলোসফার অফ ওয়েলথ, ফ্রিডম, অ্যান্ড লেভারেজ।

How Naval Makes Money Without Trading Time

Naval এর কোন “day job” নেই।

তিনি প্রতি মাসে নতুন প্রোডাক্ট লঞ্চ করেন না। টুইটারেও এখন খুব একটা পোস্ট করেন না।

তবু তিনি ইনকাম করেন এমনভাবে, যা অনেক কর্পোরেট সিইও-র কাছেও কল্পনাতীত।

তিনি Uber, Twitter, Stack Overflow, Notion, OpenDoor, Postmates, Yammer — এবং আরও অনেক হাই-ইমপ্যাক্ট কোম্পানিতে একজন early investor ছিলেন।

শুধু Angel Investing থেকেই তিনি হয়েছেন centimillionaire — এমনকি তারও বেশি।



এই পর্যন্ত পড়ে আপনার মাথায় প্রশ্ন আসতে পারে— "কিন্তু, Naval তো মিলিয়নেয়ার তাই সে ইনভেস্ট করতে পেরেছেন। ওর মতো leverage করা কি আমার পক্ষে সম্ভব?"

আপনি ঠিকই ভাবছেন। সবার হাতে millions নাই। কিন্তু সবার হাতে কোন না কোন লিভারেজ আছে।

Naval এর leverage শুরু হয়েছিল millions থেকে না— শুরু হয়েছিল তার thinking থেকে।

তিনি 'চিন্তা' কে লিভারেজ করেছিলেন।



তাই ইনভেস্টমেন্ট গেমেও তিনি চলেন ভিন্ন পথে।

Naval কোনও বিশাল ভেঞ্চার ক্যাপিটাল ফার্ম দাঁড় করাননি।

তিনি হেডকাউন্ট বাড়াননি, ফান্ডরেইজিং নিয়ে দৌড়াননি।

Naval leverage করেছিল তার judgment কে,

leverage করেছিল তার network কে,

আর leverage করেছিল content কে।

তিনি বিশাল VC ফার্ম বানাননি।

নিজের ইনসাইট দিয়ে, অল্প কিছু জায়গায় calculated bet করেছেন।



নিজের কথা, চিন্তা, দর্শন শেয়ার করেছেন—পোস্ট, পডকাস্ট, থ্রেড এর মাধ্যমে।

তার একটা থ্রেড থেকেই লেখা হয়েছে বই। পডকাস্ট শুনেছে লক্ষ লক্ষ মানুষ।

এটাই হচ্ছে Content Leverage—যেখানে আপনি একবার কিছু তৈরি করেন, কিন্তু সেটা বারবার, হাজারো মানুষের কাছে পৌঁছায়।

এটাই Network Leverage—যেখানে সঠিক মানুষদের পাশে থাকার কারণে সঠিক সময়ের সুযোগ আসে।

এটাই Judgment Leverage—যেখানে আপনি জানেন কোথায় না বলতে হবে, আর কোথায় পূর্ণ বিশ্বাসে হাঁটতে হবে।

তাই Naval এর কাহিনি শুধু মিলিয়নেয়ারদের জন্য না।

এই গল্প আমাদের সবাইকে দেখায়—আপনার ইনকাম লেভেল বাড়াতে হলে, আপনাকে প্রথমে leverage ব্যবহার করা শিখতে হবে।

কেন Leverage বর্তমান যুগে এতটা ভালো কাজ করে

আমরা এখন একদম নতুন একটা সময়ে বাস করছি। পুরোনো পৃথিবীর রুলস — এখন আর কাজ করে না। আর Naval এটা অনেক আগেই বুঝে গিয়েছিলেন।

পুরোনো দুনিয়ায় লাইফ ছিল একদম লিনিয়ার। ৪০ ঘণ্টা কাজ করলে — ৪০ ঘণ্টার পেমেন্ট পেতেন।

আপনি যতই স্মার্ট হন, যতই দক্ষ হন — আপনার ইনকাম টাইমের সাথে বাঁধা ছিল।



কিন্তু নতুন দুনিয়ায় সব বদলে গেছে।

এখন leverage দিয়ে আপনি একবার কাজ করে সেটাকে ইনফিনিট স্কেলে চালাতে পারেন।

- একবার কোড লেখেন — হাজার মানুষ সেটা ইউজ করে।
- একটা ভ্যালুয়েবল কন্টেন্ট বানান — লাখো মানুষ সেটা দেখে।
- একবার ইনভেস্ট করেন — সেই ভ্যালু দশকের পর দশক কম্পাউন্ড হয়।
- একটা ইনসাইট শেয়ার করেন — সেটা বহু বছর ধরে মানুষকে গাইড করে।

এটাই Naval এর ম্যাজিক।

তিনি hustle করেননি — তিনি একটা সিস্টেম ডিজাইন করেছেন leverage দিয়ে।

শুরুর দিকে তিনি deep thinking করেছেন — আর এখন তার আইডিয়া, ইনভেস্টমেন্ট আর কনটেন্ট কাজ করে তার হয়ে।

দিনরাত খেটে আয় করতে হয় না — কারণ তার ইনকাম ডিজাইনড।

সবচেয়ে পাওয়ারফুল ইনকাম আপনি অর্জন করেন না— আপনি সেটাকে ডিজাইন করেন।

আর এই mindset আমি অনেক আগে থেকেই নিজের কাজের ভিতরে এনেছি।

আজকাল চারদিকে ডিজিটাল মার্কেটিং, প্যাসিভ ইনকাম, মানি মেকিং নিয়ে এত হইচই—কিন্তু সত্যি কথা হলো, বেশিরভাগই খুবই surface-level।

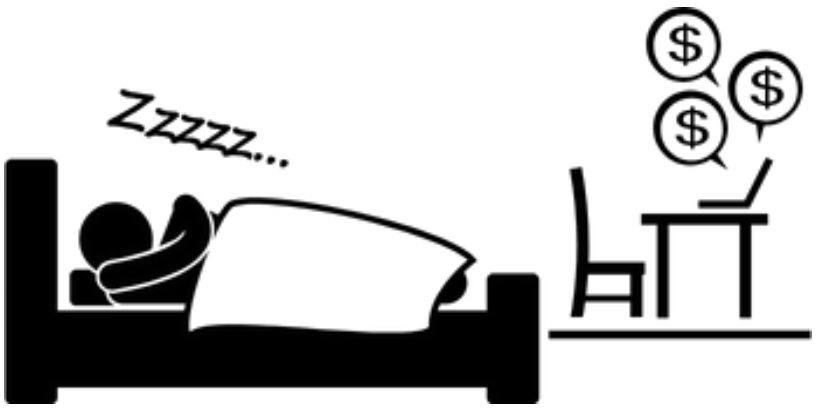
একটা Facebook অ্যাড চালানো শেখানো হয়, কিন্তু সেটা কিসের জন্য চালানো হচ্ছে—সে স্ট্র্যাটেজিক ভিত্তিটাই বোঝানো হয় না।

এই জন্যই হাজার হাজার মানুষ কোর্স করছে, ভিডিও দেখছে, কিন্তু real result পাচ্ছে না।

Because they’re learning tools, not leverage. তারা tactics শিখছে—কিন্তু architecture গড়তে পারছে না।

যখন আমি কোনো কোম্পানির Consultancy করি, আমি শুধু কপি বা ক্যাম্পেইন নিয়ে বসি না—আমি বসি এই প্রশ্ন নিয়ে: এই কোম্পানির leverage কোথায়?

কারণ আমি বিশ্বাস করি, আসল growth তখনই আসে—যখন আপনি শুধু হাইপ তৈরি করেন না, বরং এমন একটা system তৈরি করেন, যেটা আপনার হয়ে কাজ করতে থাকে—দিনে, রাতে, এমনকি আপনি ঘুমিয়ে থাকলেও।



Think Leverage, Think like Naval

আপনি হয়তো Angel Investor না। হয়তো AngelList বানানোর মতো স্টার্টআপ আপনার হাতে নেই। মিলিয়ন ডলারের ইনভেস্টমেন্ট ফান্ডও হয়তো আপনার কাছে নেই।

But that’s not the point.

লেভারেজ তৈরি করার হাজারটা রাস্তা আছে।

আপনি…

- এমন একটা Skill Stack বানাতে পারেন, যেটা আপনাকে rare valuable করে তোলে।
- এমন Content বানাতে পারেন, যেটা আপনার মেসেজকে স্কেল করে।
- Personal Brand তৈরি করতে পারেন, যেটা মানুষকে আপনাকে বিশ্বাস করতে শেখায়।

- এমন Network বানাতে পারেন, যেখান থেকে আসে client, opportunity আর breakthrough chance।

আর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়—

আপনি চাইলে এখনই Leverage দিয়ে Growth ডিজাইন করতে শিখতে পারেন।

Naval আমাদের শুধু একটা success story দেননি — তিনি একটা নতুন lens দিয়ে দেখার ক্ষমতা দিয়েছেন।

একবার এই লেন্সে দেখলে, আপনি বুঝতে পারবেন—সবচেয়ে বড় পার্থক্যটা effort আর leverage-এর মাঝখানে।

আর লিভারেজই হচ্ছে আপনার হিডেন সুপারপাওয়ার।





আপনার ইনকাম, ইনফ্লুয়েন্স, এবং ইম্প্যাক্ট—সবকিছুর পেছনে একটা 'অদৃশ্য শক্তি' কাজ করে।

কিছু মানুষ আছে যারা দিনে ১০ ঘণ্টা পরিশ্রম করেও মাসের শেষে কষ্টে খরচ ম্যানেজ করে।

আবার এমন মানুষও আছে যারা দিনে কয়েক ঘণ্টা কাজ করেই মাসে লাখে বা কোটিতে ইনকাম করে, তার হাতে যথেষ্ঠ সময় থাকে লাইফটাকে নিজের মতো করে এঞ্জয় করতে।

এই দুই ধরণের মানুষের মধ্যে পার্থক্য কোথায়?

ট্যালেন্ট? না।

জের পরিমাণ? না।

ভাগ্য? মোটেও না।

পার্থক্যটা হলো—Leverage।

আমরা যারা মিডল ক্লাস ফ্যামিলি থেকে আসি, আমাদের ছোটবেলা থেকেই শেখানো হয়:

“ভালো রেজাল্ট করো, ভালো চাকরি পাবে।”
“দিনে ৮-১০ ঘণ্টা পরিশ্রম করো, তাহলে সফলতা আসবে।”

সেই শেখা অনুযায়ীই আমরা লাইফ সাজাই।
আর সেখানেই আমরা একটা ভুল গেমে ঢুকে যাই—**linear life** নামক একটা ট্র্যাপে।

এই লাইফে, আপনি যত বেশি কাজ করবেন, তত বেশি ইনকাম করবেন।



কিন্তু কাজ বন্ধ মানেই ইনকামও বন্ধ।

এভাবে আপনি **ঘণ্টা দিয়ে টাকা কিনছেন।**
যতক্ষণ ঘড়ি টিক টিক করছে, ততক্ষণ ইনকাম।
আপনি ব্যস্ত, আপনি ক্লান্ত, কিন্তু এগোচ্ছেন না।

Leverage Is Not Laziness. It’s Smart Multiplication.

Leverage এমন একটা ধারণা যা আপনার সময়, শ্রম বা স্কিলকে ১০x বা ১০০x ইনফ্লুয়েন্স করতে পারে—ঠিক যেমন একটা ছোট লিভার বিশাল একটা ভার তোলার ক্ষমতা রাখে।

এই ধারণাটাই বহুদিন আমাদের সিস্টেম থেকে মিসিং ছিল।

স্কুল, কলেজ, এমনকি প্রফেশনাল ট্রেইনিং-এও কেউ শেখায় না: **কীভাবে leverage খুঁজে বের করতে হয়।**

অথচ এমন অনেক মানুষ আছে যারা কিনা এই লুকানো এই সুপারপাওয়ারটা ধরতে পেরেছে।

The Principle Behind Civilizations and Billion-Dollar Empires

লিভারেজ—এই ধারণাটা নতুন কিছু না। এটা সেই ইনভিজিবল প্রিন্সিপল, যেটার উপর দাঁড়িয়ে গড়ে উঠেছে সভ্যতা, সাম্রাজ্য, এবং বিলিয়ন ডলারের বিজনেস ইম্পায়ার।

২,০০০ বছর আগে গ্রিক গণিতবিদ আর্কিমিডিস বলেছিলেন—

"Give me a place to stand and a lever long enough, and I will move the world."

তখনও হয়তো রকেট, কোড, কিংবা ক্যাপিটাল মার্কেট ছিল না—কিন্তু ইনসাইটটা ছিল টাইমলেস:

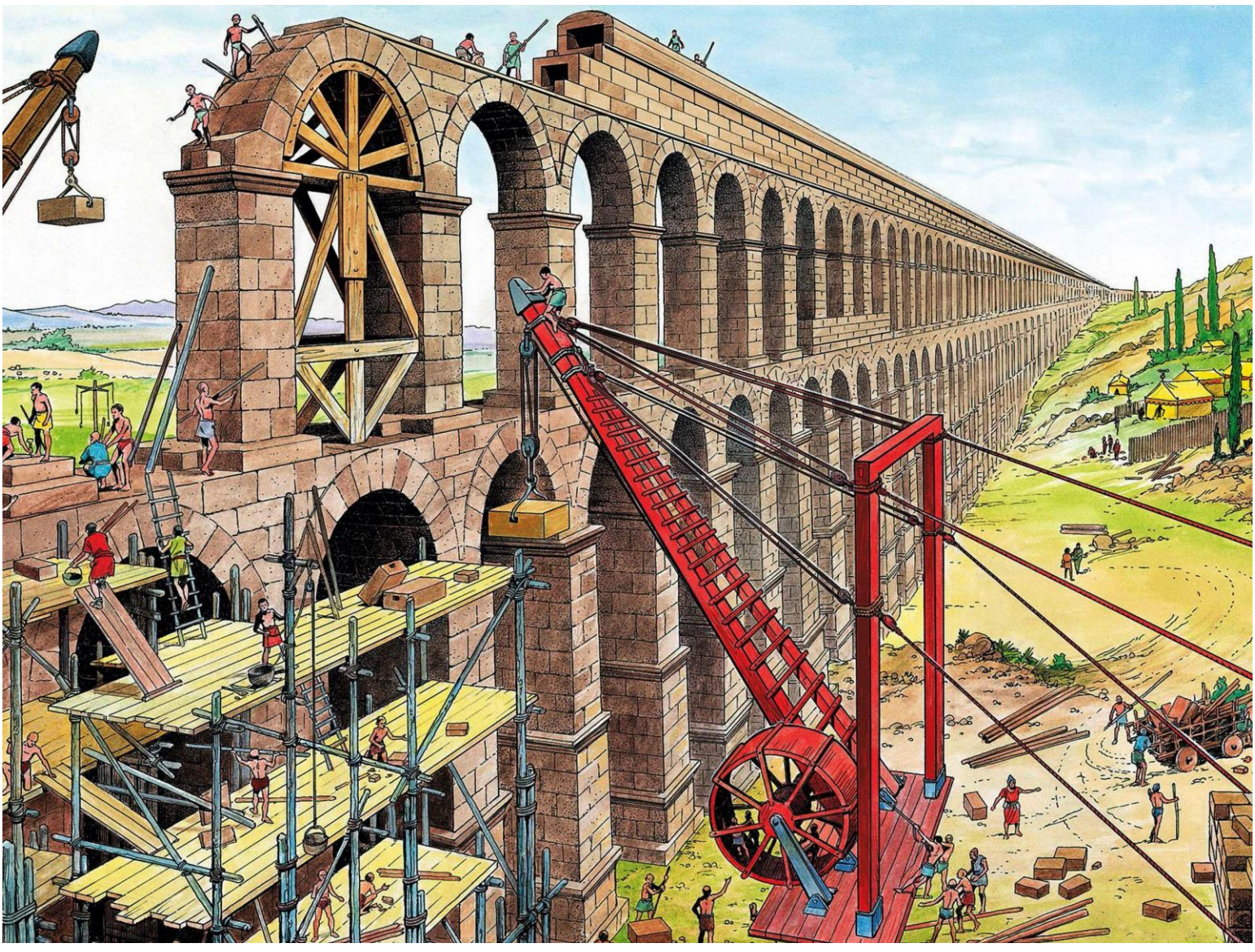
ছোট একটা শক্তিও যদি ঠিকমতো ব্যবহার করা যায়, তাহলে দানবাকৃতি কিছু নড়াতে পারে।

আর সেটাই হলো লিভারেজ।

History is Proof: **লিভারেজ ছিল রাজাদের হিডেন ওয়েপন**

রোমান সাম্রাজ্য সামরিক বাহিনীর জন্য যতটা বিখ্যাত, তার চেয়েও বেশি বিখ্যাত তাদের **infrastructure** leverage—তারা গোটা কন্টিনেন্ট জুড়ে রোড নেটওয়ার্ক তৈরি করেছিল, যার ফলে সেনা, মালপত্র, আর ম্যাসেজ দ্রুত ট্রান্সফার করা যেত। That was leverage through logistics.

আলেকজান্ডার দ্য গ্রেট যখন এশিয়া কনকোয়ার করতে নামে, brute force দিয়ে নয়, সে শুরু করে স্ট্র্যাটেজিক alliance আর ইঞ্জিনিয়ারিং লেভারেজ দিয়ে। Tyre নামক এক স্ট্র্যাটেজিক দ্বীপশহরকে দখল করতে সে সাগরের উপর causeway বানিয়ে পৌঁছে যায় তাদের দুর্গে। সেই একটি পদক্ষেপ বদলে দেয় গোটা নেভাল পাওয়ার ব্যালেন্স।



Modern Empire Builders Use a Different Kind of Lever.

আজকের দিনে লিভারেজের রূপ বদলেছে। এখন যে কেউ নিজের স্কেল তৈরি করতে পারে—কোড, কন্টেন্ট, ক্যাপিটাল, বা কমিউনিটির মাধ্যমে।

- Amazon লেভারেজ করেছে ডিসট্রিবিউশন সিস্টেম ও লজিস্টিকস নেটওয়ার্ক।



- Google লেভারেজ করেছে কোড ও ডেটা।

- YouTubers, Creators লেভারেজ করছে অডিয়েন্স আর এলগরিদম।

- Elon Musk কোম্পানি ডিজাইন করে এমনভাবে, যেখানে ১০০ মানুষের কাজ ১০ জন দিয়েই হয়—সফটওয়ার আর সিস্টেম এর সাহায্যে।

আজ যারা দুনিয়াকে শেপ করছে, তারা হাতে তলোয়ার ধরে না—
তারা ধরে রেখেছে লিভারেজ।

Once You See It, You Can’t Unsee It

Leverage একবার বুঝতে পারলে, আপনার চোখ খুলে যাবে। আপনি বুঝতে পারবেন—সবাই এক রকম কাজ করছে না, আর সবাই এক রকম ফলও পাচ্ছে না।



এইটা হলো সেই *lens*—
যেটা আপনি একবার পরে নিলে,
দুনিয়াটা একেবারে অন্যরকম দেখাবে।

সব জায়গায় আপনি leverage খুঁজে পাবেন:

- কারো personal brand,
- কারো audience,
- কারো smart team,
- কারো system,
- কারো content,
- কারো community।

এবং আপনি শিখে যাবেন—কখন **কোন লিভারটাকে টানতে হবে**।

এই লেখাটা শুধু একটা আইডিয়া না, এটা একটা ইনভাইটেশন। আপনার পুরনো সিস্টেমকে আপগ্রেড করার একটা চাবি।

আর সামনে যে মাস্টার আর্টিকেলটা আসছে, সেটায় আমরা একে একে ডিকোড করবো—**Skill Stack, Content, Network, Audience, Time, Energy, Decision-Making, Mindset, Brand, Community—**

সব ধরনের leverage।

শুধু কি ইনকাম বাড়বে? না।

আপনার **clarity বাড়বে, আপনার control বাড়বে, আপনার হাতে আরও বেশি সময় থাকবে।**

কারণ যারা leverage বোঝে, তারা শুধু বড় হয় না—তারা দ্রুত বড় হয়। তারা ফ্রিডম এঞ্জয় করে।

Welcome to the world of leverage.
Let the journey begin.



Rokomari.com-এর **বেস্টসেলার** বইগুলোর একটি

মার্ক অনুপম মল্লিক এর **স্মার্ট মার্কেটিং**।

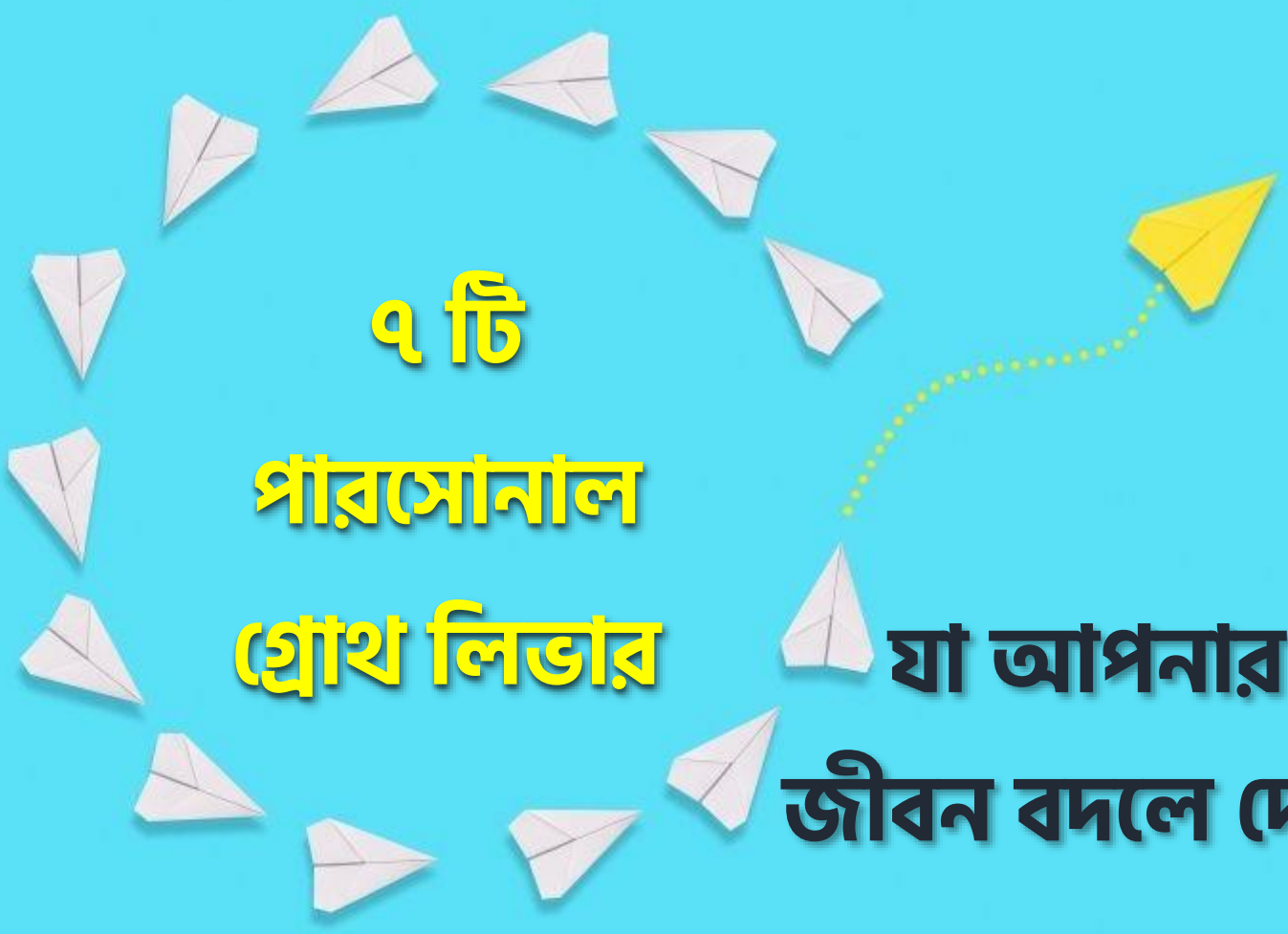
Rokomari.com-এ বইটি **ডিসকাউন্টসহ** পাওয়া যাচ্ছে এই

ফ্রি গিফটগুলো:

1. 4000tk মূল্যের ফেসবুক মার্কেটিং মাস্টারি কোর্স
2. কাস্টমাইজড আওয়ারগ্লাস মার্কেটিং ফানেল বুকমার্ক
3. স্মার্ট মার্কেটিং ফ্রেমওয়ার্ক স্টিকার

অর্ডার করতে নিচের লিংকে ক্লিক করুন:

https://www.rokomari.com/book/366556/smart-marketing



৭ টি পারসোনাল গ্রোথ লিভার যা আপনার জীবন বদলে দেবে

একজন মানুষ কীভাবে নিজের ক্যারিয়ার, ইনকাম, স্কিল বা ইমপ্যাক্ট—সবকিছু একসাথে স্কেল করে?

এই প্রশ্নটা আমি ক্যারিয়ার এর শুরুতে নিজেকে অসংখ্যবার করেছি।

> ***Give me a lever long enough and a fulcrum on which to place it, and I will move the world.***
>
> – Archimedes

আমরা সবাই জানি লাইফে সাকসেসফুল হতে চাইলে পরিশ্রম করতে হয় করতে হয়। পরিশ্রম, ডেডিকেশন, ডিসিপ্লিন—এগুলোর কোন বিকল্প নেই।

কিন্তু সত্যিটা হলো—শুধু পরিশ্রম করে কেউ ক্যারিয়ার ট্রান্সফর্ম করতে পারে না।

শুধু ডিসিপ্লিন দিয়ে কেউ ইনফ্লুয়েন্স বা ইনকাম ১০ গুণ বাড়াতে পারে না।

কারণ গ্রোথের পেছনে আরেকটা অদৃশ্য শক্তি কাজ করে— যেটা আমাদেরকে স্কুল, কলেজ, ইউনিভার্সিটিতে শেখানো হয় নি।

সেই শক্তির নাম লিভারেজ।

লিভারেজ এমন এক প্রিন্সিপল সেটা শুধু বিজনেসে না, এটা কাজ করে ব্যক্তিগত জীবনে, ক্যারিয়ারে, লার্নিং-এ, এমনকি আইডেনটিটিতে।

একজন মানুষ যখন নিজের স্কিল কম্বিনেশনটা স্মার্টলি তৈরি করে, যখন কম কাজেও বেশি ইমপ্যাক্ট আনে,যখন নিজের গল্প, চিন্তা বা ভ্যালু লাখ মানুষের কাছে পৌঁছাতে পারে— সে তখন লিভারেজ ব্যবহার করছে।

সমস্যাটা হচ্ছে, বেশির ভাগ মানুষ জানে না লিভার বা লিভারেজ কি, কখন কোন লিভার ব্যবহার করতে হয়, কিভাবে লিভারেজ কাজে লাগিয়ে গ্রোথ আনতে হয়, কিভাবে এটি লাইফের গ্রোথের পিছনের সবচেয়ে বড় শক্তি হিসেবে কাজ করে।

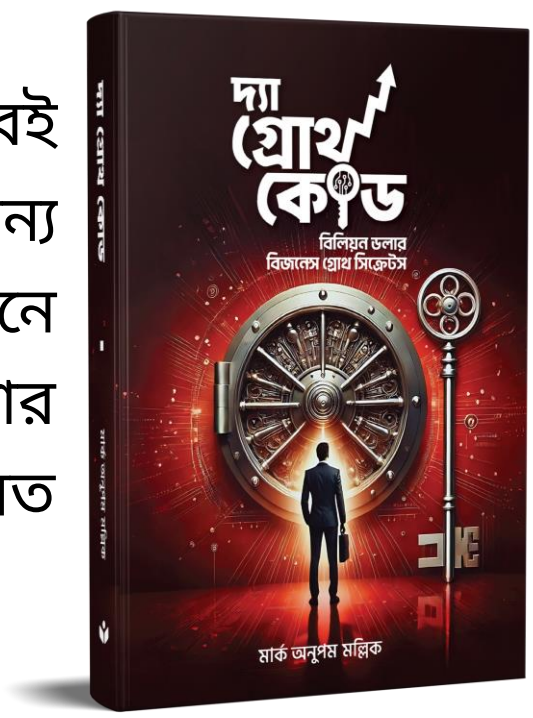
কিন্তু আপনার জন্য সুখবর হচ্ছে যে - আপনি এই লেখাটি পড়ছেন! তাই লিভারেজ এর সিক্রেট আপনার কাছে আর গোপন থাকবে না।

যখনই আপনি কোনো ‘lever’ ব্যবহার করেন—তখনই আপনি leverage তৈরি করছেন।

যেমন ধরুন, আপনি একটা স্মার্ট স্কিল কম্বিনেশন তৈরি করলেন—এটাই হলো একটা lever।

আপনি সেই স্কিল দিয়ে নিজের ইনকাম বা ইমপ্যাক্ট ১০ গুণ বাড়ালেন—এই ফলাফলটাই হলো leverage।

আমার লেখা ব্র্যান্ড নিউ বেস্টসেলার বই 'দ্যা গ্রোথ কোড' এ আমি বিজনেসের জন্য গ্রোথ লিভার শিখিয়েছি। যেখানে বিজনেসে ব্রেকথ্রু গ্রোথের সুপার পাওয়ারফুল ১১ টি লিভার নিয়ে বিস্তারিত ডিসকাস করেছি।



এখন আমি আপনাকে ৯টি সুপার পাওয়ারফুল Personal Growth Levers শিখাবো।

এই লিভারগুলো productivity hack না। এই লিভারগুলো inspiration না।

এই লিভারগুলো হবে আপনার ক্যারিয়ার এবং পার্সোনাল গ্রোথের সবচেয়ে শক্তিশালী অস্ত্র।

1. Skill Stack Lever

Rare Combinations Win in the Long Run

আগের দুনিয়াতে একজন স্পেশালিস্ট হওয়াই যথেষ্ট ছিল। কিন্তু আজকের দুনিয়ায়, মাল্টি-ডাইমেনশনাল হওয়াটাই আসল সুপারপাওয়ার।

আজ যারা বিশাল ইমপ্যাক্ট তৈরি করছে, তাদের অনেকেই একটা স্পেসিফিক বিষয়ের সেরা না—কিন্তু তারা ২-৩টা রেয়ার কিন্তু কমপ্লিমেন্টারি স্কিল একসাথে কম্বাইন করে ফেলেছে, যেটা তাদের irreplaceable করে তুলেছে।



স্টিভ জবস এর কথা চিন্তা করুন।

তিনি পৃথিবীর সেরা ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন না।

কিন্তু তিনি বুঝতেন—টেকনোলজি, প্রোডাক্ট ডিজাইন, ইউজার এমপ্যাথি, আর স্টোরিটেলিং—এইগুলোর কানেকশন কোথায়।

এই রেয়ার কম্বিনেশনটাই তাকে বানিয়েছিল এক অনন্য শক্তি। আর এই কারণেই Apple প্রোডাক্টগুলো শুধু ভালো কাজ করত না-they felt *different*!



আবার ধরুন ন্যাভাল রাভিকান্তকে—তিনি একসাথে কম্বাইন করেছেন সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং, অ্যাঞ্জেল ইনভেস্টিং, গভীর দার্শনিক চিন্তা আর পাওয়ারফুল কমিউনিকেশন।

এই চারটা জিনিসে তিনি হয়তো আলাদা আলাদাভাবে সেরা নন।

কিন্তু একসাথে এই স্কিলগুলো মিলে তাকে নিয়ে গেছে এক অন্য লেভেলে—একটা সম্পূর্ণ ভিন্ন লিগে।

তিনি আজ লাখ লাখ মানুষের চিন্তা বদলে দিচ্ছেন—স্রেফ তার ভয়েস আর ভিউপয়েন্ট দিয়েই।

MrBeast-এর দিকেই তাকান—YouTube দুনিয়ার অন্যতম প্রভাবশালী নাম।



তিনি নিজেই একটি মাস্টারক্লাস, কীভাবে স্কিল স্ট্যাকিং আপনাকে অপরাজেয় করে তোলে।

- YouTube অ্যালগরিদম সম্পর্কে তার গভীর নলেজ
- হিউম্যান সাইকোলজি নিয়ে তার অবসেশন
- ইনটুইটিভ মার্কেটিং সেন্স
- বিজনেস অ্যাকিউমেন (আজ সে চালাচ্ছে চকলেট ব্র্যান্ড, ghost kitchen, merch empire)
- আর আছে স্টোরিটেলিং—যেটা কয়েক সেকেন্ডেই আপনাকে আটকে ফেলে

প্রতিটা স্কিল আলাদা আলাদাভাবে অনেক ইউজফুল। কিন্তু যখন আপনি সেগুলো একসাথে স্ট্যাক করেন, তখনই তৈরি হয় এমন একটা কম্বিনেশন—যেটা দিয়ে বানানো যায় বিলিয়ন ডলারের ক্রিয়েটর ব্র্যান্ড।

এই ধারণাটাকেই বিখ্যাত আমেরিকান কার্টুনিস্ট এবং লেখক Scott Adams (Dilbert এর ক্রিয়েটর) বলেন “Talent Stack”।

আপনি আলাদা করে হয়তো কোনো একটা স্কিলে বিশ্বসেরা নন, কিন্তু যদি আপনি ৩-৪ টা দরকারি স্কিলে সেরা ২৫%-এর ভেতরে থাকেন - তাহলে সেই কম্বিনেশনটাই আপনাকে এমন একটা জায়গায় নিয়ে যাবে যেখানে কেউ সহজে টেক্কা দিতে পারে না।

আজকের মার্কেট *specialist* খুঁজে বেড়ায় না, তারা খোঁজে unique মানুষ। আর এই uniqueness তৈরি হয় skill combination এর মাধ্যমে।

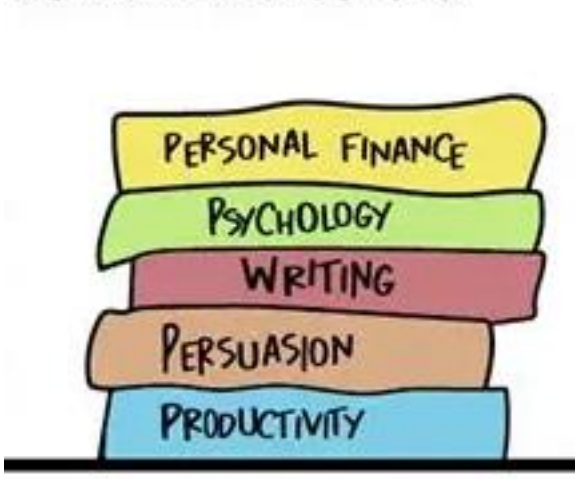
ধরুন আপনি একজন ফটোগ্রাফার।

কিন্তু আপনি যদি কপি রাইটিং আর ইন্সটাগ্রাম মাষ্টারি শিখে ফেলেন—আপনি হবেন একজন Visual Content Strategist।

আপনি একজন প্রোডাক্ট ম্যানেজার। পাবলিক স্পিকিং আর স্টোরিটেলিং যোগ করে ফেললে - আপনি হবেন সেই মানুষ যাকে নতুন আইডিয়া লঞ্চ করার সময় সবাই খোঁজে।

আপনি একজন অ্যাফিলিয়েট মার্কেটার। কিন্তু আপনি যদি ইমেইল মার্কেটিং আর শর্ট-ফর্ম ভিডিও যোগ করেন, আপনার ইনকাম সেলস-বেইজ থেকে ব্র্যান্ড-বেইজ হয়ে যাবে।

এটাই লিভারেজ।



সুতরাং বেশি ঘণ্টা কাজ নয়—বরং একেকটা স্কিল অ্যাড করে এমন একটা কম্বিনেশন তৈরি করুন, যেটা পুরো গেমটাই বদলে দেবে।

2. Communication Lever

If You Can’t Communicate, Your Genius is Invisible

আপনার কাছে হয়তো সেরা প্রোডাক্ট আছে।

হতে পারে আপনার আইডিয়াটাই সবচেয়ে স্মার্ট আইডিয়া।

কিন্তু আপনি যদি সেটা প্যাশন নিয়ে, কনফিডেন্টলি এবং

ক্লিয়ারলি কমিউনিকেট না করতে পারেন—তাহলে কোন লাভ নেই।

মানুষ এমন কিছু কেনে না, যেটা তারা বুঝতে পারে না।
আর তারা এমন কিছু বিশ্বাস করে না যেটাকে অবাস্তব বাস্তব মনে হয়।

কমিউনিকেশন মানে শুধু TED Talk দেওয়া বা ভাইরাল সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট লেখা না।

Communication is the skill of transferring belief—from your mind into someone else's.

চিন্তা করুন—

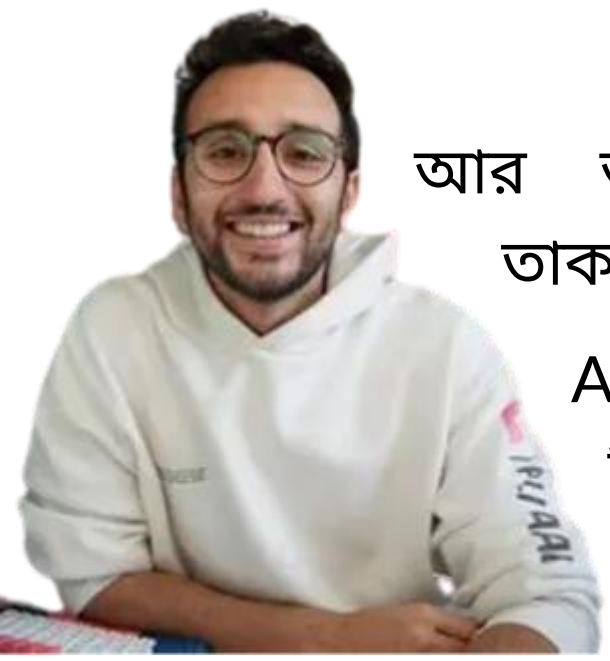
এমন একজন স্টার্টআপ ফাউন্ডার, যার প্রোডাক্ট এখনো পুরোপুরি তৈরি হয়নি, কিন্তু একটা শক্তিশালী পিচের মাধ্যমে সে ১ মিলিয়ন ডলার রেইজ করতে পারে।

একজন solopreneur, যে আত্মবিশ্বাসের সাথে কথা বলে একটা বড় ব্র্যান্ডের থেকেও বেশি বিক্রি করে ফেলতে পারে।

একজন লিডার, যে ভিশন স্পষ্টভাবে কমিউনিকেট করে পুরো টিমকে ইন্সপায়ার করতে পারে।

Warren Buffett এমন সব annual letter লিখতেন, যে ১৮ বছরের একটা ছেলেও সহজে বুঝতে পারত তিনি কী ভাবছেন।

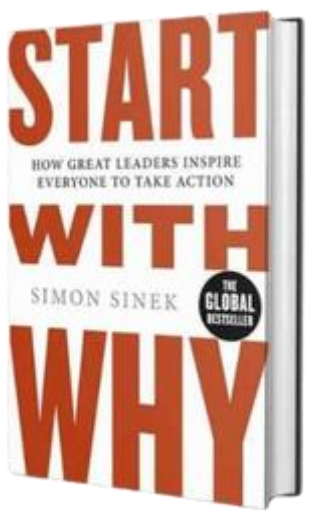
Elon Musk এমন সব আইডিয়া (Mars colonization, self-driving car, X.com) সেল করেন যেগুলো পুরোপুরি তৈরি পর্যন্ত হয়নি। কারণ তিনি জানেন, ভবিষ্যতকে কিভাবে গল্প আকারে বললে মানুষ বিশ্বাস করে।



আর আজকের Creator দুনিয়ার দিকেই তাকান—

Ali Abdaal প্রোডাক্টিভিটি আর ক্লিয়ার থিংকিং শেখানোর কনটেন্ট দিয়ে বানিয়ে ফেলেছেন মিলিয়ন ডলারের এম্পায়ার।

Simon Sinek-এর তিন শব্দের ফ্রেমওয়ার্ক — “Start With Why” — বই, স্পিচ, এমনকি একটা মুভমেন্টে পরিণত হয়েছে।



ঢাকা ভার্সিটির আইবিএ তে ACMP (Advanced Certificate for Management Professionals) নামের একটা প্রোগ্রাম আছে। বাংলাদেশের টপ আইটি প্রফেশনালদের ম্যানেজেরিয়াল স্কিল ডেভেলপ করার জন্য এটা অত্যন্ত নামকরা একটা প্রোগ্রাম। এই প্রোগ্রামে অন্যান্য টপিকের সাথে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ হলো কমিউনিকেশন। কারণ লিডারদের জন্য কমিউনিকেশন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্কিল। ACMP প্রোগ্রামে ইন্ডাস্ট্রি এক্সপার্ট হিসেবে আমি নিয়মিত কমিউনিকেশন এর উপর ক্লাস নিয়ে থাকি।

কমিউনিকেশনকে লিভারেজ হিসেবে ব্যবহার করুন।

Communication turns invisible genius into tangible influence.

এটা কোনো ফ্লাফ না—এটা হলো আপনার বাকি সব স্কিলকে ডেলিভার করার সিস্টেম।

3. Time Lever

You Don’t Have a Time Problem.

You Have a Leverage Problem.

আমাদের সবার কাছেই সমান ২৪ ঘণ্টা আছে।



তাহলে কেন কেউ এই সময়টা দিয়ে একটা ব্র্যান্ড বানায়, একটা বই লেখে, একটা কোম্পানি চালায়—আর কেউ সারাদিন ব্যস্ত থেকেও একই জায়গায় আটকে থাকে?

আসল সত্যিটা হচ্ছে—হাই পারফর্মাররা সময়কে **স্মার্টলি** ব্যবহার করে।

তারা সময়কে টু-ডু লিস্টের মতো দেখে না। তারা সময়কে দেখে ক্যাপিটাল হিসেবে—যেটায় ইনভেস্ট করলে রিটার্ন কম্পাউন্ড হয়।

তারা অহেতুক এনার্জি নষ্ট করে এমন সব কিছু বাদ দিয়ে দেয়। যেটা অন্য কেউ করতে পারে, সেটা তারা ডেলিগেট করে। আর যেটায় হিউম্যান টাচ দরকারই নেই, সেটা অটোমেট করে ফেলে।

তারা সবচেয়ে গুরুত্ব দিয়ে রক্ষা করে একটা জিনিস—**Focus Window**—যেখানে আসল কাজ হয়, যেখান থেকে লিভারেজ তৈরি হয়।

Naval Ravikant একটা লাইনেই সব বলে দিয়েছেন: **"Your calendar shows your priorities. Not your to-do list."**

আপনার ক্যালেন্ডার যদি ভরে থাকে মিটিং, ডিসট্র্যাকশন আর লো-ইমপ্যাক্ট কাজ দিয়ে—

তাহলে আপনি ব্যস্ত না, আপনি আসলে লিভারেজ লস করছেন।

সময় তখনই লিভার হয়, যখন আপনি রিঅ্যাক্ট না করে বরং প্ল্যানিং করে ব্যবহার করেন।

আমি বুয়েট থেকে ন্যাভাল আর্কিটেকচার এন্ড মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং এ গ্রাজুয়েশন করেছিলাম, কিন্তু ক্যারিয়ার শুরু করি একজন সফটওয়ার ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে। একই সাথে আমি IBA তে MBA শুরু করি। পাশাপাশি নিজের সাইড বিজনেসও স্টার্ট করি। ক্যারিয়ার এর শুরু থেকেই সময়কে আমি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটা লিভার হিসেবে ব্যবহার করেছি। এবং টাইম লিভারেজ আমার ইনকাম, ইনফ্লুয়েন্স, ইমপ্যাক্টকে বহুগুণ বাড়িয়ে তুলেছে।

আর এজন্য আমার কো-অথর করা প্রথম বই 'টাইম মেশিন', যেটা টাইম ম্যানেজমেন্ট এর উপর বাংলাদেশে প্রথম মৌলিক বই। আমি এই বইটা লিখেছিলাম যেন টাইম কে আর অনেকেই একটা শক্তিশালী লিভার হিসেবে ব্যবহার করা শিখতে পারে।



দিন শেষে, আসল প্রশ্নটা এটা না যে, “আপনার হাতে কত সময় আছে।”

প্রশ্নটা হলো—**এই সময় থেকে আপনি কতটা লিভারেজ করতে পারছেন?**

4. Network Lever

One Relationship Can Change Everything

জীবনে কিছু কিছু মুহূর্ত আসে, যখন সবকিছু বদলে যায়। আর এই বদলে যাওয়া এজন্য নয় যে আপনি হঠাৎ বেশি পরিশ্রম করছিলেন, বা রাতারাতি অসাধারণ স্মার্ট হয়ে উঠেছেন।

এর কারণ - আপনি এমন কারো সাথে পরিচিত হয়েছিলেন, যা আপনার ক্যারিয়ারে পরবর্তীতে ম্যাসিভ ইমপ্যাক্ট ফেলেছে।

এটাই হলো **Network Lever** এর জাদু।
But the **right people build new doors**.

একটা সিঙ্গেল কানেকশন কখনো কখনো একটা চেইন রিঅ্যাকশন চালু করে দেয়—যেটা আপনার একার চেষ্টায় কখনও সম্ভব হতো না।

ফাস্টার গ্রোথ, ডিপার কানেকশন, আর বিগার ব্রেকথ্রু।

কিন্তু দুঃখজনকভাবে, বেশিরভাগ মানুষ চেষ্টা করে একাই সবকিছু করতে।

তারা আলাদা হয়ে থাকে। চুপচাপ স্ট্রাগল করে।

ভাবতে থাকে, “আরও হার্ডওয়ার্ক করলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।”

কিন্তু বাস্তবতাটা হলো—

আপনার স্কিল হয়তো একটা দরজা খুলবে...

কিন্তু সঠিক কানেকশন আপনাকে নতুন দরজার সামনে নিয়ে যাবে—
আর সেখান থেকেই শুরু হয় নতুন একটা গ্রোথ জার্নি।

Jay-Z একজন র‍্যাপার থেকে বিলিয়নেয়ার হয়ে উঠলেন —

সেটা শুধু ট্যালেন্টের কারণে না। তিনি এই জায়গায় পৌঁছেছেন লং-টার্ম পার্টনারশিপ, অ্যালায়েন্স আর লয়ালটি দিয়ে।

Oprah বিশ্বজুড়ে ইমপ্যাক্ট তৈরি করেছিলেন — তার পেছনে ছিল একদল ট্রাস্টেড মেন্টর, ক্রিয়েটর, আর কলাবরেটরের সার্কেল।



আজকের অনেক টপ ক্রিয়েটর, এন্টারপ্রেনার স্কেল করছেন একা নয় — বরং রেফারেল, কলাবরেশন, আর এমন এক peer ecosystem-এর মাধ্যমে, যেটা তাদের রিচ বাড়ায় অথচ বার্নআউট করে না।



সত্যিটা হলো — আপনি দ্রুত গ্রো করবেন যখন আপনি একা গ্রো করছেন না।

আর আপনি ভালোভাবে গ্রো করবেন যখন আপনার চারপাশের মানুষ আপনার কাছ থেকেও বেশি কিছু আশা করে।

Network leverage না থাকলে, সব ভার আপনাকেই বহন করতে হয়।

আর নেটওয়ার্ক যদি থাকে?

আপনি এমন একটা momentum, clarity, আর confidence পান — যা আপনার আগে জানা ছিল না।

একারণেই আমি ডিজাইন করেছি GrowthX, Mastermind Business Accelerator এর মতো হাই ভ্যালু প্রোগ্রাম।

কারণ অনেক সময় আপনাকে বদলে দেওয়ার জন্য শুধু লার্নিং না — দরকার একটা কমিউনিটি।

দরকার এমন কিছু মানুষ, যারা আপনাকে বিশ্বাস করে, চ্যালেঞ্জ করে, আর আপনাকে সেই ভার্সনে পৌঁছাতে সাহায্য করে —যেটা আপনি নিজেও হয়তো ভাবেননি সম্ভব।



এটাই Network Lever এর আসল শক্তি।

এটা শুধু সুযোগ আনে না — এটা আপনাকে নতুন এক আমি বানিয়ে তোলে।

আপনার স্কিল আপনার ভিতরের দুনিয়াকে শার্প করে। কিন্তু আপনার নেটওয়ার্ক—আপনার বাইরের দুনিয়াকে খুলে দেয়।

আর এই দুইটা যখন একসাথে কাজ করে... তখনই শুরু হয় রিয়েল ট্রান্সফরমেশন।

5. Content Lever

Create Once. Influence for Years.

কন্টেন্ট লিভারেজ কতটা শক্তিশালী তা অনেকেই এখনো বুঝে উঠতে পারে নি।

অনেকে ভাবে, কন্টেন্ট ক্রিয়েশন এর উদ্দেশ্য হলো ভাইরাল হওয়া।

Content leverage বলতে আমি বুঝাচ্ছি—আপনার আইডিয়াগুলাকে ছড়িয়ে দেয়া।

আপনার চিন্তাগুলো এমনভাবে ছড়িয়ে দেওয়া, যেগুলা আপনার উপস্থিতি ছাড়াও মানুষকে ছুঁয়ে যায়।

আপনি হয়তো একটা ব্লগ লিখেছিলেন দুই বছর আগে—কিন্তু আজ রাতে, কোনো এক অচেনা মানুষ সেটা পড়ে আপনার সার্ভিস নেয়ার সিদ্ধান্ত নিচ্ছে।

আপনার এক মাস আগের আপলোড করা একটা YouTube ভিডিও— হয়তো এখনই কারো WhatsApp গ্রুপে শেয়ার হচ্ছে, যেটার খবর আপনি কোনদিন জানবেন না।

আপনার লেখা বই?

হয়তো সেটাই কারো জীবনের ট্রান্সফরমেশন জার্নির শুরু।

এটাই Content Leverage এর আসল ম্যাজিক। এটা এমন একটা ইনভেস্টমেন্ট—যেটা একবার তৈরি করলেই বছরের পর বছর আপনাকে রেজাল্ট দেয়। আপনার হয়ে কাজ করে, যখন আপনি ঘুমিয়ে আছেন, বা অন্য কিছুতে ব্যস্ত।

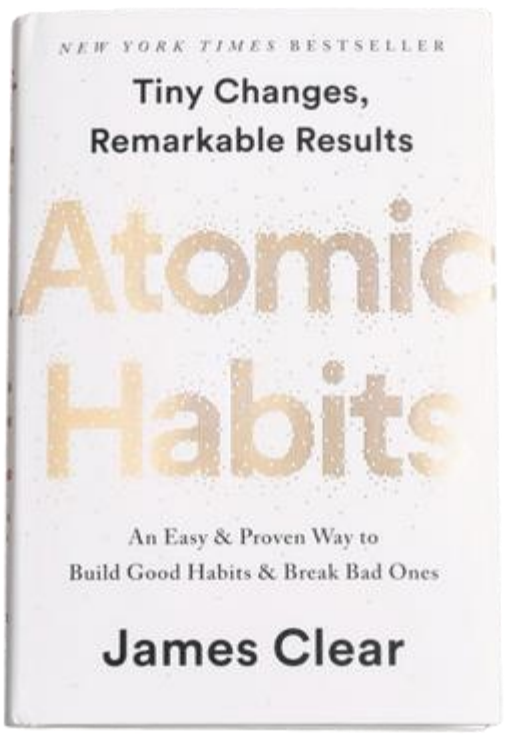
এই leverage একবার বুঝতে পারলে, আপনি কনটেন্টকে শুধু পোস্ট হিসেবে দেখবেন না—

আপনি দেখতে শুরু করবেন এটাকে একেকটা asset হিসেবে, যা আপনি একবার বানান... আর সেটা অনবরত ডেলিভার করে।

Ali Abdaal একসময় একজন জুনিয়র ডাক্তার ছিলেন। পড়াশোনার কিছু টিপস নিয়ে YouTube-এ কয়েকটা ছোট ভিডিও দিয়েছিলেন।

সেই ছোট্ট ইনিশিয়েটিভটাই তাকে নিয়ে গেছে গ্লোবাল বিজনেস এম্পায়ারে।

James Clear একটি মাত্র বই লিখেছিলেন—*Atomic Habits*। আজও, সেই একটি বই প্রতি বছর মিলিয়ন ডলার রেভিনিউ জেনারেট করে—এক টাকাও বিজ্ঞাপনে খরচ না করে।



Khalid Farhan শুরু করেছিলেন কয়েকটা ফেসবুক পোস্ট আর YouTube ভিডিও দিয়ে।

আজ তিনি চালাচ্ছেন মাল্টিপল ব্র্যান্ডের ডিজিটাল বিজনেস—আর সেই বিশাল ইনবাউন্ড ট্রাফিক এসেছে পুরোনো কন্টেন্ট থেকেই।

Ayman Sadiq-এর কথা না বললেই নয়।

শুধু একটা ভিডিও ক্যামেরা আর ব্ল্যাকবোর্ড দিয়ে শুরু করা একটা আইডিয়া—আজ সেটা দেশের সবচেয়ে বড় এডুকেশন প্ল্যাটফর্মগুলোর একটা।

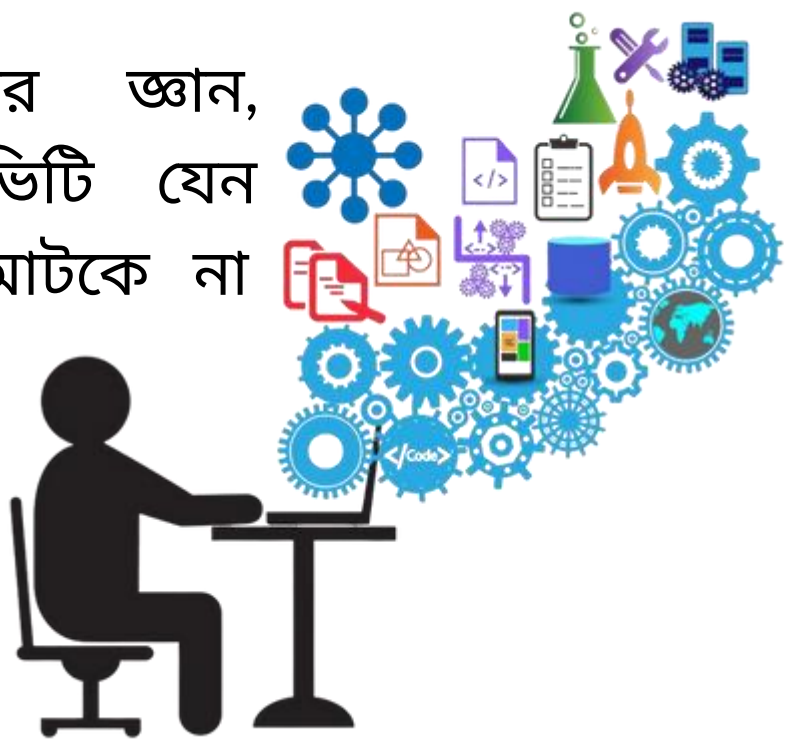
Ayman নিজের চিন্তা, ইনসাইট আর শিক্ষা কন্টেন্ট দিয়ে প্রমাণ করে দিয়েছেন—**content is not just king, it's a long-term growth engine.**

আপনার Content ফ্যান্সি হতে হবে না, Content হতে হবে valuable।

আর হতে হবে authentic—আপনার নিজের মতো করে।

একটা কন্টেন্ট হতে পারে সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট, ভ্লগ, একটা নিউজলেটার, একটা পডকাস্ট, একটা বই বা এমনকি একটা শর্ট ফিল্ম।

গুরুত্বপূর্ণ হলো—আপনার জ্ঞান, আইডিয়া আর ক্রিয়েটিভিটি যেন আপনার মাথার ভিতর আটকে না থাকে।



কারণ, যখন আপনার কন্টেন্ট অনলাইনে লাইভ থাকে—তখন সেটাই হয়ে ওঠে আপনার **silent salesforce**।

এটা আপনার হয়ে কথা বলে, যখন আপনি ঘুমাচ্ছেন। এটা মানুষকে আপনার ওপর বিশ্বাস করতে শেখায়।

So, কন্টেন্ট এখন আর অপশনাল কিছু না।

যদি আপনি চান আপনার আইডিয়া, আপনার ইনসাইট, আর ভ্যালু হাজার হাজার মানুষের মাথা আর মনের মধ্যে পৌঁছে যাক—

তাহলে কন্টেন্ট হতেই হবে আপনার লিভারেজ।

6. Audience Lever

আপনার কাছে বিশ্বের সেরা প্রোডাক্ট বা সার্ভিস থাকতে পারে, কিন্তু আপনার কথা যদি কেউ না জানে, তাহলে কোন লাভ নেই।

এই জন্যই **Audience** হলো পার্সোনাল গ্রোথের সবচেয়ে অবহেলিত কিন্তু সবচেয়ে পাওয়ারফুল লিভারেজগুলোর একটি।



অডিয়েন্স বলতে শুধুমাত্র ফলোয়ার, ফ্যান বা লাইক এর সংখ্যা না। অডিয়েন্স হচ্ছে তারা—যারা আপনি যখন কিছু বলেন, শোনে।

আপনি যখন কিছু করেন, তারা বিশ্বাস করে। আপনি যখন কিছু লঞ্চ করেন, তারা অ্যাকশন নেয়।

আপনার অডিয়েন্স হলো আপনার নিজস্ব ডিসট্রিবিউশন সিস্টেম।

আপনার অডিয়েন্স থাকা মানে— আপনাকে বারবার শূন্য থেকে শুরু করতে হবে না।

আপনি শুরু করবেন *momentum* নিয়ে।

আমি যখন আমার প্রথম বই 'টাইম মেশিন' লিখেছিলাম, তখন আমার কোন বই এর পাঠক ছিল না। যখন আমি আমার দ্বিতীয় বই 'স্মার্ট মার্কেটিং' পাবলিশ করেছি, তখন আমার অলরেডি একটা বই এর পাঠক বেইজ তৈরি ছিল। সেই সাথে আরোও হাজার হাজার নতুন পাঠক এই বইটি কিনে সেটিকে বেস্টসেলারে পরিণত করে।

যখন আমি তৃতীয় বই 'দ্যা গ্রোথ কোড' প্রকাশ করতে যাই, তখন আমার অলরেডি একটা বিশাল পাঠক বেইজ তৈরি ছিল। যারা প্রি-অর্ডারে বইটি অর্ডার দিয়েছিলেন। এবং এরপর আরও অনেক নতুন পাঠক যোগ হয়ে 'দ্যা গ্রোথ কোড' কে আরেকটি বেস্ট সেলারে পরিণত করেছে।

আমি যদি চতুর্থ বই লিখতে শুরু করি, আমি জানি আমার অলরেডি একটা হিউজ পাঠক বেইজ আছে। এবং আমি কনফিডেন্ট যে একটা মানসম্পন্ন বই প্রকাশ করলে তারা নিঃসন্দেহে সেটি প্রি-অর্ডার করার জন্য উন্মুখ হয়ে থাকবেন।

এটাই হলো **Audience Lever** এর শক্তি।



আপনি আপনার মেসেজকে ঘিরে একটা কমিউনিটি তৈরি করেন—
আর সেই কমিউনিটিই পরে আপনার ইমপ্যাক্ট স্কেল করতে সাহায্য করবে।

আপনার যদি একটা অডিয়েন্স থাকে—এমনকি ছোট হলেও—আপনাকে আর কারও মনোযোগ পাওয়ার জন্য চিৎকার করতে হবে না।

আপনার কাছে থাকে **permission**।

আপনি দ্রুত লঞ্চ করতে পারেন।

কম খরচে সেল করতে পারেন।

কম রেজিস্ট্যান্সে গ্রো করতে পারেন।

কারণ আজকের দুনিয়ায়—

Distribution decides destiny.

তাই আজ থেকেই অডিয়েন্স তৈরি শুরু করুন।

ভ্যালু দিয়ে বিশ্বাস অর্জন করুন।

মানুষের দৃষ্টি কেড়ে নিন—শব্দ দিয়ে নয়, ইনসাইট দিয়ে।

7. Community Lever

একসাথে গ্রো করুন, এক্সপোনেনশিয়ালি গ্রো করুন

আপনি যত ট্যালেন্টেড বা মোটিভেটেডই হন না কেন, একা একা গ্রো করার একটা লিমিট আছে।

হ্যাঁ, আপনি বই পড়তে পারেন, কোর্স করতে পারেন, বড় বড় গোল সেট করতে পারেন। কিন্তু যদি আপনার চারপাশে এমন মানুষ না থাকে—যারা আপনার চিন্তাকে চ্যালেঞ্জ করে, আপনার ভিশনকে বড় করে, আর আপনার সামর্থ্যে বিশ্বাস রাখে—তাহলে সেই গ্রোথ থেমে যায়। আপনি এক জায়গায় আটকে থাকেন।

Community Lever এটাই বদলে দেয়।

Napoleon Hill এই ধারণাটাকেই বলেছেন Mastermind Principle—যখন দুই বা ততোধিক মানুষ একসাথে, এক উদ্দেশ্যে কাজ করে, তখন তৈরি হয় একধরনের অদৃশ্য শক্তি। এই শক্তি আইডিয়াকে বড় করে, ডিসিশনকে শার্প করে, আর ব্রেকথ্রুকে ত্বরান্বিত করে।

Hill দেখিয়েছেন—Ford, Edison, Carnegie—এইসব আইকনিক লিডাররাও একা কিছু করে নি। তারা এমন মানুষদের সাথে নিজেদের ঘিরে রেখেছিল, যারা তাদের আরও ভালো করেছে।

আজকের যুগেও কিন্তু ব্যাপারটা সেইম।

টপ এন্টারপ্রেনার, অ্যাথলেট, ক্রিয়েটর—তারা Mastermind, Tribe বা Peer Circle-এ ইনভেস্ট করে। অনুপ্রেরণার জন্য না—মাল্টিপ্লিকেশনের জন্য।

কারণ Growth is contagious—গ্রোথ ছোঁয়াচে। যখন আপনি এমন পরিবেশে থাকেন যেখানে সবাই আপনাকে আপনার থেকেও বেশি কিছু ভাবতে শেখায়, তখন আপনার মানসিকতা বদলায়, আপনার অ্যাকশন বদলায়।



আপনি শুধু নিজের পরিশ্রম দিয়ে না, আপনি গ্রো করেন যখন আপনি সঠিক রুমে সঠিক সার্কেলে থাকেন।

আপনি যদি এখনো এমন কোনো কমিউনিটির অংশ না হয়ে থাকেন— তাহলে আজ থেকেই শুরু করুন।

যেখানে deep conversation হয়, সেখানে যান। আপনার আইডিয়া শেয়ার করুন, সাহায্য করুন, কনসিস্টেন্ট থাকুন।

এই ছোট ছোট চেষ্টাই তৈরি করে trust—আর trust ই তৈরি করে access।

অথবা, এমন একটা জায়গায় যুক্ত হন, যেটা আগে থেকেই growth-এর জন্য ডিজাইন করা।

কারণ কমিউনিটি শুধু সাপোর্ট সিস্টেম না—
এটা একধরনের Growth Accelerator।

আর দিনের শেষে, আপনি শুধু পরিশ্রম করে ওপরে উঠবেন না—
আপনি উঠবেন, যখন আপনি উঠতে শেখেন সঠিক মানুষদের সঙ্গে।



Leverage is a Lifestyle

এই ৯টি লিভার সাধারণ কোন টেকনিক নয়। এগুলো হলো আপনার চিন্তা, অ্যাকশন এবং গ্রোথের গতিপথ পাল্টে দেওয়ার স্ট্র্যাটেজিক অ্যাসেট।

আমি আশা করছি না যে এই লেখা পড়ার পর আপনি একদিনেই সব লিভার মাস্টারি করে ফেলবেন।



আপনার কাজ হবে—আপনার জন্য এই মুহূর্তে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ লিভারটা খুঁজে বের করা, সেটাকে শক্তিশালী করা, তারপর আরেকটা যোগ করা।

Because once you start thinking in leverage—
You never build the old way again.

যখন আপনি **"labour" থেকে "leverage"**-এ যাবেন—তখন সবকিছু বদলে যাবে।

এটাই সেই গ্রোথ পাথ, যেটা বেশিরভাগ মানুষ কখনো খুঁজে পায় না।

কিন্তু আপনি এখন জানেন—পথটা আছে।

আর সেই পথ, একবার দেখলে ফিরে যাওয়া যায় না।

Your next level isn’t far away.

It’s just one smart lever away.

Let the journey begin.



Twitter Thread of Naval Ravikant:
How to Get Rich (Without Being Lucky)



1. Seek wealth, not money or status. Wealth is having assets that earn while you sleep. Money is how we transfer time and wealth. Status is your place in the social hierarchy.

2. Understand that ethical wealth creation is possible. If you secretly despise wealth, it will elude you.

3. Ignore people playing status games. They gain status by attacking people playing wealth creation games.

4. You're not going to get rich by renting out your time. You must own equity — a piece of a business — to gain your financial freedom.

5. You will get rich by giving society what it wants but does not yet know how to get. At scale.

6. Pick an industry where you can play long term games with long term people.

7. The internet has massively broadened the possible space of careers. Most people haven't figured this out yet.

8. Play iterated games. All the returns in life, whether in wealth, relationships, or knowledge, come from compound interest.

9. Pick business partners with high intelligence, energy, and, above all, integrity.

10. Don't partner with cynics and pessimists. Their beliefs are self-fulfilling.

11. Learn to sell. Learn to build. If you can do both, you will be unstoppable.

12. Arm yourself with specific knowledge, accountability, and leverage.

13. Specific knowledge is knowledge that you cannot be trained for. If society can train you, it can train someone else, and replace you.

14. Specific knowledge is found by pursuing your genuine curiosity and passion rather than whatever is hot right now.

15. Building specific knowledge will feel like play to you but will look like work to others.

16. When specific knowledge is taught, it's through apprenticeships, not schools.

17. Specific knowledge is often highly technical or creative. It cannot be outsourced or automated.

18. Embrace accountability, and take business risks under your own name. Society will reward you with responsibility, equity, and leverage.

19. The most accountable people have singular, public, and risky brands: Oprah, Trump, Kanye, Elon.

20. "Give me a lever long enough, and a place to stand, and I will move the earth." -Archimedes

21. Fortunes require leverage. Business leverage comes from capital, people, and products with no marginal costs of replication (code and media).

22. Capital means money. To raise money, apply your specific knowledge, with accountability, and show resulting good judgment.

23. Labor means people working for you. It's the oldest and most fought-over form of leverage. Labor leverage will impress your parents, but don't waste your life chasing it.

24. Capital and labor are permissioned leverage. Everyone is chasing capital, but someone has to give it to you. Everyone is trying to lead, but someone has to follow you.

25. Code and media are permissionless leverage. They're the leverage behind the newly rich. You can create software and media that works for you while you sleep.

26. An army of robots is freely available — it's just packed in data centers for head and space efficiency. Use it.

27. If you can't code, write books and blogs, record videos and podcasts.

28. Leverage is a force multiplier for your judgment.

29. Judgment requires experience, but can be built faster by learning foundational skills.

30. There is no skill called "business." Avoid business magazines and business classes.

31. Study microeconomics, game theory, psychology, persuasion, ethics, mathematics, and computers.

32. Reading is faster than listening. Doing is faster than watching.

33. You should be too busy to “do coffee,” while still keeping an uncluttered calendar.

34. Set and enforce an aspirational personal hourly rate. If fixing a problem will save you less than your hourly rate, ignore it. If outsourcing a task will cost less than your hourly rate, outsource it.

35. Work as hard as you can. Even though who you work with and what you work on are more important than how hard you work.

36. Become the best in the world at what you do. Keep redefining what you do until this is true.

37. There are no get rich quick schemes. That’s just someone else getting rich off you.

38. Apply specific knowledge, with leverage, and eventually you will get what you deserve.

39. When you’re finally wealthy, you’ll realize that it wasn’t what you were seeking in the first place. But that’s for another day.



The Growth Code Book Launch Timeline

Book Cover Reveal and Pre-Launch Announcement (Jan 8, 2025)

“ফাইনালি, সকলের অধীর আগ্রহ এবং সব সাসপেন্সের অবসান ঘটিয়ে রিভিল করছি আমার আপকামিং ব্র্যান্ড নিউ বই - ‘দ্যা গ্রোথ কোড’!

কল্পনা করুন, আপনি দাঁড়িয়ে আছেন একটি সিক্রেট ভল্টের সামনে—সেখানে লুকিয়ে আছে বিজনেস গ্রোথের চূড়ান্ত রহস্য।

Brute force দিয়ে এই দরজা খুলবে না; এটি খোলার জন্য দরকার একটি সিক্রেট কোড—The Growth Code!

গ্রোথ কোড হচ্ছে সেই সিক্রেট কোড বা চাবি, যা আপনি এতদিন খুঁজে ফিরেছেন, যা আপনার বিজনেসের গ্রোথ পটেনশিয়াল আনলক করবে।

দ্যা গ্রোথ কোড শুধুমাত্র একটি বই নয়। এটি বিজনেস গ্রোথের একটি ইনোভেটিভ এবং সিক্রেট সিস্টেম, একটি সুপার পাওয়ারফুল গ্রোথ ফ্রেমওয়ার্ক—দ্যা আল্টিমেট ব্লুপ্রিন্ট ফর বিজনেস গ্রোথ।

দ্যা গ্রোথ কোড বইটি বিজনেস গ্রোথের উপর একটি Practical MBA.

আপনি যদি যুগের সাথে তাল মিলিয়ে বিজনেসে ম্যাসিভ গ্রোথ নিয়ে আসতে চান, একজন ব্র্যান্ড প্র্যাক্টিশনার হিসেবে ক্যারিয়ারকে সাফল্যের শিখরে নিয়ে যেতে চান, তাহলে গ্রোথ কোড আপনার জন্য। "...

পুরো পোস্টটি পড়তে এই লিংক-এ ক্লিক করুন:
https://www.facebook.com/share/p/1BDxXLGsPZ/



Virtual Book Launch (Jan 10, 2025)



... “একটি বইয়ের শুভ উদ্বোধন শুধুই লেখকের নয়, বরং বন্ধু, শুভাকাঙ্ক্ষী—সবার কাছে এক বিরল আনন্দময় উৎসব।

অনলাইনের এই ইভেন্টে আপনার উপস্থিতি এই মুহূর্তটুকুকে আরও রঙিন করে তুলবে। আসুন, একসঙ্গে এই বিশেষ মূহুর্তটিকে স্মরণীয় করে রাখি!

এই ইভেন্টে আমি আনুষ্ঠানিক ভাবে বইটি লঞ্চ করার পাশাপশি বইয়ের বিস্তারিত সুচীপত্র, Growth Code Framework ইত্যাদি reveal করবো।

এই বইতে এমন একটা সেরা চমক আছে যা আপনি এর আগে বাংলা কোন বিজনেস বইতে দেখেন নি, সেটাও unveil করবো।

আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না কি পরিমাণ ভ্যালু আপনার জন্য উন্মুক্ত করতে যাচ্ছি।

এই বইটি হবে আপনার লাইফের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিজনেস গ্রোথ রিসোর্স - ব্রেকথ্রু বিজনেস গ্রোথ আনলক করার চাবিকাঠি।“ ...

পুরো পোস্টটি পড়তে এই লিংক-এ ক্লিক করুন:

https://www.facebook.com/share/p/1EvFbr1h75/

Grand Book Launch (Jan 10, 2025)

“অসাধারণ সুন্দর কিছু মূহুর্ত কাটলো ‘দ্যা গ্রোথ কোড' বই এর মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে প্রিয় সব ব্র্যান্ড প্র্যাক্টিশনার, কলিগ, পরিবার এবং বন্ধুদের সাথে।

বই এর মোড়ক উন্মোচন তো নিছকই একটা অযুহাত! আমি আসলে এই সুযোগটা কাজে লাগাই সবার সাথে ভার্চুয়াল দুনিয়ার বাইরে একটা জমজমাট আড্ডা দিতে।

সবার প্রাণবন্ত অংশগ্রহণে সেই মনের ইচ্ছেটা পূর্ণ হলো। আশা করি উপস্থিত সবাই এঞ্জয় করেছেন সন্ধ্যাটুকু।

একজন প্রফেশনাল হিসেবে সময় বের করে বই লেখাটা বেশ কঠিন একটা কাজ।

এই কাজটাকে উৎসাহ দিতে অতি ব্যস্ততার মাঝেও যারা এসেছেন তাদের প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞতা।

আর সেই সাথে সবার আন্তরিকতা এবং ভালবাসায় আমি অভিভূত।

সবার প্রতি ভালবাসা।

ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও অনেককেই এই লঞ্চিং এ বলা হয়ে ওঠে নি। ফেব্রুয়ারি মাসে আমি 'দ্যা গ্রোথ কোড' বইটি নিয়ে আরও কিছু অনুষ্ঠান করবো যেখানে সবাই স্বশরীরে অংশগ্রহণ করতে পারবে।

'দ্যা গ্রোথ কোড' রকমারিতে অর্ডার লিংক-

https://rkmri.co/Aeep0oNMeR3M/

2024 Was a Year of Change.

2025 Will be a Year of GROWTH!

চলুন এই গ্রোথ জার্নিটা শুরু করা যাক।“





শব ছবি দেখতে এই লিংক-এ ক্লিক করুন:

https://www.facebook.com/share/p/1BEwR9bZA4/

Grand Book Launch Highlights Video



ভিডিওটি দেখতে এই লিংক-এ ক্লিক করুন:
https://www.facebook.com/share/v/1ADxmnhHkw/

Corporate Training: Excel Beyond Limits

(Jan 9, 2025)

“বাংলাদেশের লিডিং আইটি কোম্পানি Excel Technologies এর টপ ম্যানেজমেন্ট সহ ১৫০ জনের বেশি সেলস টিম লিডার, চ্যানেল ম্যানেজার এবং আইটি প্রফেশনালদের এর জন্য ফুললি কাস্টোমাইজড “Excel Beyond Limits” করপোরেট ট্রেইনিং করালাম সাভারের BRAC CDM এ।

1999 সালে প্রতিষ্ঠিত এক্সেল টেকনোলজিস নেটওয়ার্কিং, সিকিউরিটি ক্যামেরা, কম্পিউটার এক্সেসরিজ এ বাংলাদেশের অন্যতম নামকরা ডিস্ট্রিবিউটর। বিশ্বের সেরা রাউটার TP Link এর তারা একমাত্র অথরাইজড ডিস্ট্রিবিউটর। এছাড়াও Logitech, Hikvision, Philips এর মতো সেরা ব্র্যান্ডগুলোর তারা মেজর ডিস্ট্রিবিউটর। একই সাথে তাদের সফটওয়ার উইং গ্লোবালি কাজ করছে।

ট্রেইনিং এর পুরো সময়টা বিশাল হলরুম জুড়ে ছিল electrifying এনার্জি।শেষে সবাই একসাথে কমিটমেন্ট নিয়েছে যে এই বছর তারা ব্রেকথ্রু গ্রোথের জন্য কাজ করবে।

2025 Will Be a Year of Growth!”



নিউজলেটার এবং অন্য যে কোন প্রয়োজনে আমাকে সরাসরি ইমেইল করতে পারেন anupom.mollick@ideanconsulting.com এই এড্রেসে। আমি অবশ্যই আপনাকে সর্বোচ্চ সহযোগিতা করার চেষ্টা করবো।

Remember, *You're Just One IDEA Away...*

You're Just One IDEA Away...